ভোরের কাগজ

তারিখ 04 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...২...

ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, যা স্বাধীনতার পরপর তৈরি করা হয়েছিল, একটি স্বাধীন দেশের নাগরিককে সুশিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়োজনে। গত ২৪ বছরেও তা বাস্তবায়ন করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে সেটিকে যুগোপযোগী করে পুনরায় বিন্যাস করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষায় একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে ললিতকলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে। ললিতকলা বিষয়টি হলো চারুকলা, সঙ্গীত, নাটক, নৃত্য ও কারুকলা। প্রাথমিক শিক্ষায় এর যেকোনো তিনটি নিয়ে ললিতকলা বিষয়টি একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে সংযুক্ত থাকছে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ললিতকলাকে উপরোক্ত পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যারা চারুকলা ও স্থাপত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে চায় তারা ললিতকলার চারুকলা বিষয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। বর্তমানেও উপরোক্ত ব্যবস্থা রয়েছে। চারুকলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এসএসসিতে চারুকলা বিষয়টি ঐচ্ছিক একটি বিষয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ইতিমধ্যে অনেকেই তা গ্রহণ করেছে এবং চারুকলা নিয়ে এসসসি উত্তীর্ণ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে- শিল্পকলার শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে যুগোপযোগী ও আধুনিক একটি পাঠ্যসূচিও তৈরি হয়েছে এবং তা চালু করা হয়েছে। পাঠ্যসূচিতে এমন বিশেষ কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছে-যদি অর্থনৈতিক কারণ বা অন্য কোনো কারণে কোনো শিক্ষার্থী এসএসসি পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে অন্তত অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে স্কুল ছাড়তে বাধ্য হলেও চারুকলা বিষয়টি গ্রহণ করে সেই পেশায় নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে পারে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপযুক্ত শিক্ষক তৈরির জন্য শিল্পকলাবিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চারুকলাবিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ যথোপযোগী নয়। তাই চারুকলা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাশেষে এক বছরের একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণের কোর্স প্রস্তাবনায় রয়েছে। কমিশনের রিপোর্টটি বাস্তবায়ন শুরু হলে উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যা মিটবে বলে আশা করা যায়।

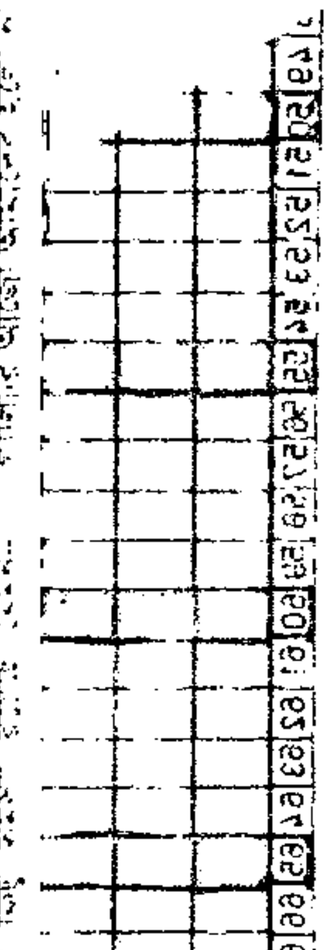

উচ্চ পর্যায়ে চারুকলা শিক্ষার প্রয়োজনে কিছু রেফারেন্স বই বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া গেলেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চারুকলাবিষয়ক বই ছিল না বললেই চলে। অনেক দেরি হলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'চারু ও কারুকলা' বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক তৈরি ও প্রকাশ করার মতো কঠিন কাজটি ইতিমধ্যে সমাধা করেছে। দীর্ঘদিন পর চারুকলার পাঠ্যবইয়ের সমস্যার এই ইতিবাচক সমাধান প্রশংসার যোগ্য।

চারুকলা শিক্ষায় এতোসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তা সুচারুভাবে বাস্তবায়নে-এখনো অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। শহরের কিছুসংখ্যক স্কুলের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক অবকাঠামো সন্তোষজনক হলেও বেশির ভাগ স্কুল, বিশেষ করে গ্রামের স্কুলগুলোর অবস্থা আশানুরূপ নয়। যেখানে স্কুলের অন্য সাধারণ বিষয়গুলোর উপযুক্ত শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকের অভাবপূরণ করতেই হিমশিম খাচ্ছে সেখানে চারু ও কারুকলার জন্য বিশেষ শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা রাখা এক কঠিন বিষয়। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে (অর্থাৎ প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ে) চারুকলা বিষয়ে পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক তৈরি হলেও আজ পর্যন্ত কোনো কলেজে কোনো ছাত্র এই বিষয়টি গ্রহণ করেছে বলে শোনা যায়নি। গ্রাম পর্যায়ে ছবি আঁকার রং, তুলি ও কারুশিল্পের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করাও খুব কঠিন কাজ।

বর্তমানে চারুকলার উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠানটিরই বয়স ৫০ পূর্ণ হলো। এটি এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউট। নাম চারুকলা ইনস্টিটিউট। এখানে অনার্সসহ ডিগ্রি পর্যায়ে চার বছরের কোর্স এবং মাস্টার্স দুই বছরের। এমফিল ও পিএইচ.ডি.র জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে। বিভাগগুলো হলো ড্রইং এন্ড পেইন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন, প্রিন্ট মেকিং, প্রাচ্যকলা, ভাস্কর্য, কারুকলা, মৃৎশিল্প ও তত্ত্বীয় বিভাগ। ঢাকার বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায়ও উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বিভিন্ন কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে তিন বছরের অনার্সসহ ডিগ্রি এবং দুই বছরের মাস্টার্স। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগে রয়েছে অনার্সসহ তিন বছরের ডিগ্রি। চট্টগ্রামের সরকারী আর্ট কলেজটি প্রশাসনিক জটিলতার কারণে খুব শিগগিরই একটি পূর্ণাঙ্গ ইনস্টিটিউটে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ফলে প্রি-ডিগ্রি দুই বছরের কোর্সটি এই প্রতিষ্ঠান থেকে চলে যাবে। খুলনার বেসরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়টিও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

চারুকলা শিক্ষা

১৩ পৃষ্ঠার পর

একটি ইনস্টিটিউট পর্যায়ে পরিগণিত হতে যাচ্ছে। আর তাই এই প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রি-ডিগ্রি বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে চারুকলার কোর্সটি থাকবে না। প্রি-ডিগ্রি কোর্সটি এখন পড়ানো হবে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে বিষয়টির সেভাবেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। চারুকলায় উচ্চতর শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউট পর্যায়ে চলে যাওয়ায় বর্তমানে প্রি-ডিগ্রি পর্যায়ে চারুকলা শিক্ষা একটি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে রয়েছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ সাধারণ কলেজে এই বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট জটিল এবং কতোখানি বাস্তবসম্মত তা ভেবে দেখা দরকার। হাতে-কলমে চারুকলা শেখার জন্য অনেক জায়গা ও পৃথক ঘরের প্রয়োজন, মডেল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। চারুকলায় ছাত্র ভর্তি হবে সীমিত সংখ্যায়। এই সীমিত ছাত্র ও বিষয়ের জন্য সাধারণ কলেজগুলোতে উপযুক্ত শিক্ষক প্রাপ্তিও চিন্তার বিষয়।

ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রি-ডিগ্রি কোর্সটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে দীর্ঘদিন চালু ছিল। বর্তমানে অনার্স কোর্স খোলার সময় সেটিকে অহেতুক বাদ করে না দিয়ে এই অনার্স কোর্সের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা খুবই সহজ ছিল এবং উপযুক্ত ছিল বলে মনে করি। অনার্স কোর্সে ভর্তি করা হয় উচ্চ মাধ্যমিকের পর। চারুকলার প্রি-ডিগ্রি কোর্সটি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের এবং দুই বছরে এরা চারুকলা শিক্ষায় অভিজ্ঞ হয়। প্রি-ডিগ্রি উত্তীর্ণ একটি অংশ ও সাধারণ উচ্চ মাধ্যমিক থেকে আরেকটি অংশ বর্তমান ভর্তি নিয়মসাপেক্ষে অনার্স কোর্সের জন্য নির্বাচন করলে বর্তমান মানের চেয়ে উন্নততর মানের শিক্ষার্থী পাওয়া যেতো। তবে কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের পর মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হয়ে গেলে তখন সেই শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে।

আজ ৫০ বছর পর চারুকলা শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স ডিগ্রি, মাস্টার্স, এমফিল ও পিএইচডি-এর মতো উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিক শিক্ষার একটি প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে বলা গেলেও তা সুচারুরূপে বাস্তবায়নে কিছু সমস্যার কথা বলা হয়েছে [illegible]

চারুকলা শেখার যথোপযুক্ত উপকরণের। যেমন ভাস্কর্যের উপকরণ-পাথর, সিমেন্ট, বালি ও বিভিন্ন রকম ধাতু আমাদের দেশে অপ্রতুল- বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। ভাস্কর্যে ব্যবহৃত হচ্ছে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি যা সংগ্রহ করার সুযোগ আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সীমিত। এমনি করে প্রিন্ট মেকিং, মৃৎশিল্প, কারুশিল্প শিক্ষার জন্য যেসব উপকরণ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে তার যথাযথ সংগ্রহ ও ব্যবহারের অসুবিধায় শিক্ষার্থী শিল্পীদের চর্চায় ব্যাঘাত হচ্ছে। তেমনিভাবে গ্রাফিক ডিজাইনের জন্য বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তি অপরিহার্য।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যে লাইব্রেরি ও পাঠাগার রয়েছে- শিল্পকলাবিষয়ক রেফারেন্স বই, এনসাইক্লোপিডিয়া, অ্যালবাম এবং দেশ-বিদেশের সাময়িকীর সংগ্রহ বাড়ানো প্রয়োজন। তত্ত্বীয় বিষয় শিক্ষাদানে আধুনিক প্রযুক্তি স্লাইড, ভিডিও ও মিডিয়ার ব্যবহার যথাযথভাবে না হলে শিক্ষায় অপূর্ণতা থেকে যাবে। যুগোপযোগী একটি পাঠ্যসূচি ও পাঠদান পদ্ধতি চারুকলা শিক্ষাব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় অর্থাৎ বাংলাদেশের চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পাঠ্যসূচি, পাঠ পদ্ধতি, মান নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়গুলোতে কোনো সমন্বিত ব্যবস্থা নেই। বিষয় নির্বাচন ও পাঠদান পদ্ধতিতে কিছু মিল থাকলেও প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই নিজ নিজ নিয়মে পাঠ্যসূচি অবলম্বন করে পাঠদান করে এবং পরীক্ষা ও মান নির্ণয় করে থাকে। ফলে প্র্যাকটিক্যাল ও থিওরি বিষয়গুলো আনুপাতিক হার, সিলেবাস ও কোর্স অনেক সময়ই বিভ্রান্তিকর ও শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লান্তিকর। মান নির্ণয়ে অনেক অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য এখন সময় এসেছে চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিল্পকলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গবেষক ও নীতিনির্ধারক সমন্বয়ে শিল্পকলা শিক্ষার একটি সমন্বিত পাঠ্যসূচি শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মান নির্ণয়ে সুসংহত নীতি নির্ধারণ করে আগামী প্রজন্মের চারুকলা শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো সহজ ও অর্থবহ করে সম্ভাবনার পথ সুপ্রশস্ত করে তোলা উচিত।

বাংলা ভাষায় চারুকলার বিভিন্ন বিষয়ে বই চারুকলা শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করতে পারে। শিল্পকলার তত্ত্বীয় বিষয়ে যেমন অনেক বই প্রয়োজন তেমনি ব্যবহারিক শিল্পকলার ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের বই তৈরি হওয়া উচিত। বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, শিল্পকলাবিষয়ক লেখক ও শিল্পী শিক্ষকদের কাছে আহ্বান জানিয়ে আশানুরূপ সাড়া পায়নি। বিষয়টি শিল্পীদের গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা উচিত এবং বাংলা ভাষায় চারুকলার বিষয়ভিত্তিক পুস্তক রচনায় সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

৫০ বছর পর শিল্পকলা চর্চা মোটামুটি সফল ও সমৃদ্ধ অবস্থানে পৌঁছলেও বেশ কিছু বিষয়ে আমাদের ঘাটতি রয়ে গেছে। যেমন জাতীয়ভাবে শিল্পকর্ম সংগ্রহশালা ও গ্যালারি আজো [illegible] হলো না। তবে অনেক দেরি হলেও গত বছর অর্থাৎ ১৯৯৭-এ জাতীয় চিত্রশালা তৈরি শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বেহাত হয়েছে, সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়েছে- বিভিন্ন মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। তবুও আশার কথা, শিল্পাচার্য জয়নুল, কামরুল হাসান ও অন্য শিল্পীদের কিছুসংখ্যক শিল্পকর্ম মাত্র জাতীয় যাদুঘর সংগ্রহ করেছে। শিল্পকলা চর্চার প্রয়োজনে গ্যালারি ও সংগ্রহশালার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভূত হলেও আরো এক ধরনের শিল্পকর্ম সংগ্রহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ছাত্রছাত্রীদের সারা বছরের কাজ থেকে উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম বাছাই করে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। বছরের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলো কোনো চারুকলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করেছে কিনা বা এমন কিছু কর্মসূচি প্রতিষ্ঠানগুলোর আছে কিনা জানা নেই। কোনো কোনো শিক্ষক নিজের উৎসাহে ক্লাসের শ্রেষ্ঠ দুএকটি কাজ পরের বছরের শিক্ষার্থীদের কাছে ভালো কাজের উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরার জন্য অনেক সময় সংগ্রহ করে থাকেন। কিন্তু সে বিষয়টিও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গড়ে ওঠেনি। একবার ভাবুন- এই ঢাকা চারুকলা ইনস্টিটিউটে গত ৫০ বছরে প্রতিটি মাধ্যমে একটি বা দুটি উৎকৃষ্ট অনুশীলন পর্বের শিল্পকর্ম পেন্সিল, কালি, কলম জলরং, তুলি-কালি, কাঠ-কয়লা, ক্রেয়ন, তেলরং মাধ্যমের নিসর্গ স্টাডি, স্টিল লাইফ, পশুপাখি ও মানুষ স্টাডি, ড্রইং স্কেচ কম্পোজিশন ইত্যাদি অনুশীলনের চিত্র এবং কাঠ-খোদাই, লিথো, এচিং ও অন্যান্য ছাপচিত্র, গ্রাফিক ডিজাইন, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পের উৎকৃষ্ট অনুশীলন পর্বের শিল্পকলাগুলো সংগ্রহ করে রাখলে তা বাংলাদেশের এক সমৃদ্ধ শিল্পভাণ্ডারে রূপ নিতো। যা শিল্পকলা জগতে ঐতিহাসিক সম্পদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতো। আবার যুগ যুগ ধরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা সেই সব ঐতিহাসিক কাজ অবলোকন করে তাদের বোধ ও উপলব্ধিকে শাণিত করার প্রয়াস পেতো। আজ যারা খ্যাতিমান শিল্পী তাদের অনুশীলন পর্ব বা ছাত্রজীবনের উৎকৃষ্ট কাজগুলো এক সঙ্গে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকতে হলো। গত ৫০ বছরে এই কাজটি আমরা করতে না পারলেও বর্তমান থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিবছরের উৎকৃষ্ট শিল্পকর্মগুলো সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং তা দিয়ে গ্যালারির ব্যবস্থা করা উচিত।

চারুকলা শিক্ষাব্যবস্থায় যেসব সমস্যা বিরাজমান তার বেশির ভাগই সমাধানে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ ও সময়োপযোগী সুষ্ঠু পরিকল্পনা। চারুকলার শিক্ষাখাতে তাই ব্যয় করার জন্য অনুদান বাড়াতে হবে। আর অর্থ ও অনুদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অপরিহার্য।

(বাংলাদেশের চারুকলার ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আয়োজিত সেমিনারে (দ্বিতীয় অধিবেশনে) মূল প্রবন্ধ হিসেবে পঠিত।)